

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ  
মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

20894 - মূর্তি ভাঙার আবশ্যিকতা

প্রশ্ন

ইসলামে প্রতীকিত ভাঙা কি আবশ্যিক; এমনকি সটো যদি মানব ঐতিহ্য ও সভ্যতার ঐতিহ্য হয় তবুও? সাহাবায়ে করোম যখন বিভিন্ন দেশে জয় করলেন তখন তারা বজ্রিত দেশগুলোতে প্রতীকিতগুলো দেখে সত্বেও সেগুলো ভাঙেননি কেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শরয়তির দলিলগুলো মূর্তি ভাঙা আবশ্যিক হওয়ার সপক্ষে প্রমাণ বহন করে। এমন দলিলগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১। আবুল হাইয়াজ আল-আসাদি (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আলী বনি আবু তালবে (রাঃ) আমাকে বললেন: “আমি কিতমাতে সবে কাজে পাঠাব না; যবে কাজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তুমি যত প্রতীকিত পাবে সেগুলোকে নষ্ট করবে এবং যত উঁচু কবর পাবে সেগুলোকে সমান করে দাবে।” [সহিহ মুসলিম (৯৬৯)]

২। আমর বনি আবাসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন: “আপনি কী নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন? তিনি বললেন: আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, মূর্তি ভাঙা এবং আল্লাহর এককত্ব প্রতিষ্ঠা ও তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা নিয়ে” প্রেরিত হয়েছি।” [সহিহ মুসলিম (৮৩২)]

মূর্তি ভাঙার আবশ্যিকতা আরও তাগদিপূর্ণ হয় যখন আল্লাহর বদলে সবে সব মূর্তির পূজা করা হয়।

৩। জারীর বনি আব্দুল্লাহ আল-বাজালি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন: হে জারীর! তুমি আমাকে যুল খালাসা (এটা খাছাম গোটের একটা ঘর যাকে ইয়ামনৌ কাবা ডাকা হত) থেকে প্রশান্তি দিতে পার না? তিনি বললেন: তখন আমি দেশে অশ্বারোহী নিয়ে অভিযানে প্রস্তুত নলাম। আমি আমার ঘোড়ার উপর স্থির থাকতে পারতাম না। এ বিষয়টি আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকে উপর আঘাত করলেন এবং বললেন: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا (হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখুন এবং পথপ্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন)। বর্ণনাকারী বললেন: জারীর (রাঃ) রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং গিয়ে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সে কাবাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দলিনে / অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুসংবাদ দায়ের জন্য আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পাঠালেন; যার কুনয়িত ছিল আবু আরতা / সেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন: আমরা সেই মন্দরিকিকে এমন অবস্থায় রেখে আপনার কাছে এসেছি যেনে সটেরি রোগের কারণে আলকাতরা দয়ো (কালো) উট / তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহমাস গতোত্ররে ঘোড়া ও বীরপুরুষদের জন্য পাঁচবার বরকতরে দয়ো করলেন / [সহহি বুখারী (৩০২০) ও সহহি মুসলিম (২৪৭৬)]

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

এ হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে: যে জনিসি দ্বারা মানুষ ফতিনাগ্রসূত হয় সটেরি দূর করা শরয়ি বিধান; হোক সটেরি কোন ভবন বা অন্য কিছু; যমেন- মানুষ, প্রাণী বা ঝড় পদার্থ। [সমাপ্ত]

৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালদি বনি ওয়ালদি (রাঃ) এর নতৃত্বে উজ্জা নামক মূর্তকিকে ধ্বংস করার জন্য অভিযান পাঠিয়েছিলেন।

৫। তনিসাদ বনি যায়দে আল-আশহালি (রাঃ) এর নতৃত্বে মানাত নামক মূর্তকিকে ধ্বংস করার জন্য অভিযান পাঠিয়েছেন।

৬। তনি আমর বনি আ'স (রাঃ) এর নতৃত্বে সুআ' নামক মূর্তকিটি ধ্বংসের জন্য অভিযান পাঠিয়েছেন। এ সবগুলো অভিযান হয়েছে মক্কা বজিরে পর।

[‘আল-বদিয়া ওয়ান নহিয়া’ (৪/৭১২, ৭৭৬, ৫/৮৩) এবং ড. আলী সাল্লাবীর রচিতি ‘আস-সরিতুন নাবাওয়য়িয়াহ’ (২/১১৮৬)]

ইমাম নববী ‘শারহে মুসলিম’ এ تصویر (প্রতকিত্তি তরৌ, ছবি অংকন/নরিমাণ) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

“আলমেগণ ইজমা করছেন যে, যটোর ছায়া আছে এমন ছবি তরৌ করা নষিদিধ এবং এটি বিকিত্ত করা আবশ্যিক।” [সমাপ্ত]

যে ছবিগুলোর ছায়া হয় সেগুলো তো এই মূর্তগুলোর মত দহেরে অবকাঠামোবিশিষ্ট ছবিগুলো।

আর সাহাবায়ে কেরোম বজিতি দেশেমূহে প্রতমিগুলো না ভাঙার যে কথা বলা হয় সটেরি নিছিক ভিত্তিহীন ধারণা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীবর্গ মূর্তি ও প্রতমি রেখে দায়ের কথা নয়। বিশেষতঃ যহেতে ঐ যামানায় এগুলোর পূজা করা হত।

যদি বলা হয়: তাহলে এই ফরোউনদের প্রতকিত্তি, ফনিকীনদের প্রতকিত্তি কিংবা অন্যান্য প্রতকিত্তিগুলো বজিযী সাহাবীগণ

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কভিবে রেখে দলিনে?

জবাব হল: এই মূর্তিগুলোর ব্যাপারে তনিটি সম্ভাবনা রয়েছে:

এক. এ মূর্তিগুলো এত দূরবর্তী স্থানে ছিলি যে, সাহাবায়ে করোম সবে সব স্থানে পটৌছেননি। উদাহরণস্বরূপ সাহাবীদরে মশির জয় করার মান এটা নয় যে, তারা মশিররে সকল স্থানে পটৌছেননি।

দুই. কথিবা সেই মূর্তিগুলো দৃশ্যমান ছিলি না। বরং সগেলো ফরোউনদরে ও অন্যদরে বাসাবাড়ীর অভ্যন্তরে ছিলি। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ ছিলি জালমি ও শাস্তপ্ৰাপ্তদরে বাসস্থান অতিক্রমকালে দ্রুত গমন করা। বরং ঐ সমস্ত স্থানে প্রবশেরে ব্যাপারে নষিধোজ্জা এসছে। সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি এসছে যে, “তোমরা শাস্তপ্ৰাপ্তদরে এলাকায় প্রবশে করলে কেবেল করন্দনরত অবস্থায় প্রবশে করবে। যনে তাদরেকে যা পাকড়াও করছে তোমাদরেকে সটৌ পাকড়াও না করে।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজিরবাসীদরে এলাকা অতিক্রম করাকালে এ কথা বলছেন। যটৌ ছিলি সালহে আলাইহিসি সালামরে কওম ছামুদ সম্প্রদায়রে বাসস্থান।

সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিরে অপর এক রেওয়াজতে আছে: “যদি তোমাদরে কান্না না আসে তাহলে এদরে গৃহে প্রবশে করো না; যনে তাদরেকে যা পাকড়াও করছে তোমাদরেকে সটৌ পাকড়াও না করে।”

সাহাবায়ে করোমরে ব্যাপারে যে ধারণা রাখা যায় সটৌ হল তাঁরা যদি এদরে মন্দরি বা বাড়ীঘর দেখেও থাকনে তারা সগেলোতে প্রবশে করনেনি এবং এগুলোর অভ্যন্তরে যা রয়েছে সসেব তারা দেখেননি।

এর মাধ্যমে সাহাবায়ে করোম কর্তৃক পরিমডি এবং এর মধ্যে যা কিছু ছিলি সগেলো ধ্বংস না করার যে আপত্তি আসতে পারে সটৌর জবাব হয়ে যায়। তবে এর সাথে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে যামানায় পরিমডিরে প্রবশেপথগুলো বালরি স্তূপ দিয়ে ঢাকা ছিলি।

তনি. বর্তমানে দৃশ্যমান মূর্তিগুলো তখন বালতি ঢাকা ছিলি, অদৃশ্য ছিলি কথিবা এগুলো নব আবষ্কিত কথিবা এগুলোকে অনেকে দূরবর্তী স্থান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে; যে স্থানগুলোতে সাহাবায়ে করোম পটৌছেননি।

ইতিহাসবিদি যরিকিলকি পরিমডি ও আবুল হুল (একটি মূর্তির নাম) ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হয় যে, যে সকল সাহাবী মশির প্রবশে করছেন তারা কি এগুলোকে দেখেছেন? জবাবে তনি বলনে: এ মূর্তিগুলোর অধিকাংশই ছিলি বালতি ঢাকা।

বশিযেতঃ আবুল হুল।[শবিহু জায়রিতলি আরব (৪/১১৮৮)]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যদি ধরতে নয়ো হয় যে, কোন একটা মূর্তি দৃশ্যমান ছিল; বালতিতে ঢাকা ছিল না; সক্ষেত্রেও সাহাবীরা ঐ মূর্তটিকে দেখেছেন এবং তারা ঐ মূর্তিটি ভাঙতে সক্ষম ছিলেন এটা সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যিক।

বাস্তবতা হচ্ছে কোন কোন মূর্তি ধ্বংস করতে সাহাবীরা কয়েক অক্ষম ছিলেন। কেননা এ ধরণে কোন কোন মূর্তি ভাঙতে মশেনিয়ারি, যন্ত্রপাতি, বসিফোরক ও লোকবল থাকা সত্ত্বেও বিশদিন সময় লগেছে; যগুলো সাহাবীদের যামানায় ছিল না।

সাহাবীরা যে এগুলো ভাঙতে অক্ষম ছিলেন এর প্রমাণ হল যা ইবনে খালদুন তাঁর 'মুকাদ্দমি'-তে (পৃষ্ঠা-৩৮৩) উল্লেখ করেছেন যে, একবার খলিফা আর-রশাদি পারস্যের বাদশার প্রাসাদ ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি সৈন্য ভাঙার কাজ শুরু করে দেন এবং এর লক্ষ্যে লোকবল জমায়তে করেন, কুঠার সংগ্রহ করেন, প্রাসাদটিকে আগুনে উত্তপ্ত করেন, এর উপরে শরিকা ঢালেন। কিন্তু অবশেষে তিনি ব্যর্থ হন। এবং খলিফা মামুন মশিরের পরিামডিগুলো ভাঙার লক্ষ্যে হাত জড়ো করেন। কিন্তু তিনিও সক্ষম হননি।

আর মূর্তিগুলো না ভাঙার পক্ষে এ কথা বলে কারণ দর্শানো যে, এ মূর্তিগুলো মানব ঐতিহ্য- এমন কথা প্রতী দৃষ্টপাতরে সুযোগ নাই। কেননা লাভ, উজ্জ্বা, হুবাল, মানাত ও অন্যান্য মূর্তিগুলোর যারা পূজা করত কুরাইশরা কথিবা আরব উপদ্বীপের অন্যান্য লোকেরা তাদের নিকট এগুলো তো মানব ঐতিহ্যই ছিল।

এগুলো ঐতিহ্য ঠিকই; কিন্তু হারাম ঐতিহ্য যা ধ্বংস করা ওয়াজবি। যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নরিদশে এসে যায় তখন একজন মুমনি দরী না করে সবে নরিদশে পালন করে। এ সমস্ত দুর্বল যুক্তি দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: "রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দবিনে, এই উদ্দেশ্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন মুমনিদের কথা হয় এটাই: তারা বলে আমরা শুনছি ও মনে নিয়েছি। আর তাই সফলকাম।" [সূরা নূর, আয়াত: ৫১]

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন সকল মুসলমিকে তিনি যা পছন্দ করেন ও যতোর প্রতি তিনি সন্তুষ্ট তা পালন করার তাওফিক দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।